আপনার মতামত

বর্তমান

কলকাতা, সোমবার ২১ মে ২০১২, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯

বাংলা ফন্ট না এলে

A complete account for the Global NRI! Powered by Citi.
NRI banking with exclusive privileges, all yours with the Citibank NRI account.
All Fields Mandatory
Name | Email Address | USA
1 | Area Code | Phone | Mobile Number
Get Started >>
T&C Apply The publisher does not receive a copy of this data. All the data collected is sent directly to Citibank, please read the Privacy policy

প্রথম পাতা
জাতীয়
কলকাতা
রাজ্য
উত্তরবঙ্গ
দক্ষিণবঙ্গ
আন্তর্জাতিক
খেলা
সম্পাদকীয়
অমৃতকথা
রাশীফল
প্রবাসের চিঠি
দিনপঞ্জিকা
শেয়ার বাজার দর
বিজ্ঞাপন
পুরনো সংস্করণ
যোগাযোগ
বাংলা না এলে
আপনার মতামত

দর্জি মায়ের ছেলে আবদুল্লা মেডিকেলে ৩৫৩ র‍্যাঙ্ক করেও ডাক্তারি পড়তে পারবে কি না জানে না

তন্ময় মল্লিক • বর্ধমান, বি এন এ: শীত হোক, বর্ষা হোক, গ্রীষ্ম হোক। ভোর পাঁচটা বাজলেই বর্ধমানের দুবরাজদিঘির ফয়জুন্নেশা বেগম সেলাই য়ের মেশিনে বসে পড়েন। তারপর বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে দোকানে গিয়ে সেলাইয়ে অর্ডার নিয়ে আসা। ফের মেশিনে বসা। সেলাইয়ের মে শন থেকে পা ওঠে কোনও দিন রাত ১১টায়, আবার কোনও দিন ১২ট য়। ফয়জুন্নেশা বেগমের দিনলিপির সঙ্গে আর পাঁচটা গরিব সংখ্যালঘু প রিবারের গৃহবুধর কোনও পার্থক্য নেই। ফারাকটা গড়ে দিয়েছে তাঁর স ন্তানদের মানুষ করার ঐকান্তিক তাগিদ আর লড়াইয়ের সাফল্য। তাঁর ছে লে শেখ আবদুল্লা এবার জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় মেডিকেলে ৩৫৩ র‍্যাঙ্ক করেছে।

বর্ধমান সি এম এস হাই স্কুল থেকে এবার মেডিকেলে বেশ কিছু ছাত্র সফল হয়েছে। সেই সাফল্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে আবদুল্লার ডাক্তারি পড়ার সুযোগ। সি এম এস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, যখনই আমরা জানতে পেরেছিলাম, আবদুল্লার মা সেল াই করে সংসার চালিয়ে ছেলে মেয়েকে পড়ান, তখনই আমরা ওঁর সম স্ত ফি মুকুব করে দিয়েছিলাম।

ছেলের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে বারে বারে আবদুলার শিক্ষকদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমা র ছেলের জীবনে সৌমেন স্যারের অবদান কোনও দিন ভুলতে পারব না। এছাড়াও দিলীপ স্যার, তুষার স্যার, গৌতম স্যার, গোপাল স্যার স কলেই আমার ছেলেকে বিনা পয়সায় পড়িয়েছেন। পাড়ার লোকজন থে ক শুরু করে ওর মামা সকলেই তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী সহযোগিতা ক রছেন। তাই এত লড়াই করার শক্তি পেয়েছি। ছেলে মেয়েকে পড়াতে পরেছি।

ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে আবদুল্লা, তার বোন ও মায়ের সংসার। বাড়ির ভাড় াটুকুও দেওয়ার সামর্থ নেই। তাই কয়েকজনের রান্না করে দিয়ে বাড়িতে থাকার অধিকারটুকু কোনও রকমে টিকিয়ে রেখেছেন ফয়জুন্নেশা। আবদ ুল্লার মামা শেখ আবু হাসান যখন কথাগুলি বলছিলেন তখন মেধায় ভা

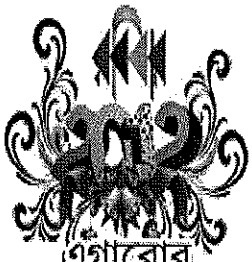

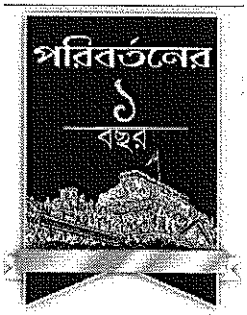

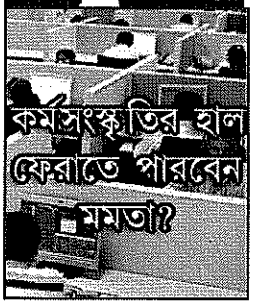

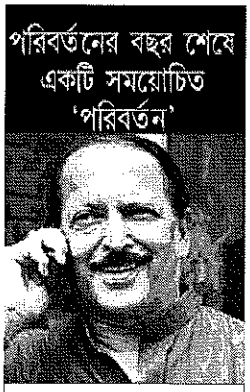

স্বর আবদুল্লার মুখটা যেন কেমন শুকনো শুকনো লাগছিল। আবদুল্লার মা বলেন, আট বছর ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে। আমার মেয়ে সহযোগিতা না করলে মাসে দেড় হাজার টাকা উপায় করাও সম্ভব হত না। ভোর পাঁচটায় মেশিনে পা দিই। তারপর থেকে অর্ডার আনা, সায়া, ব্লাউজ, চুড়িদার সেলাই করতেই দিন কেটে যায়। রান্না থেকে বাড়ির সমস্ত কাজ আমার মেয়েই করে। এমন অনেক দিন গিয়েছে আমার ছেলে আর মেয়ে ছোলা ভাজা দিয়ে ভাত খেয়েছে। হাজারো অভাব কষ্টের মধ্যেও ছেলে মেয়ের পড়া বন্ধ করিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফয়জুন্নেশা বলেন, এলাকার অনেকেই তাঁদের বাড়িতে কাজের লোক না এলে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি বাড়ির কাজ করে দিয়ে আসতাম। মাছ বেছে দেওয়া থেকে রান্না করা সবই করেছি। আর আল্লাকে বলেছি, আমাকে শক্তি দাও। ছেলে মেয়েকে যেন মানুষ করতে পারি। আল্লা দোয়া করেছেন। আমার আবদুল্লা ছোট্ট থেকে বলত, আমি ডাক্তার হব। সেই স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে। কিন্তু, ডাক্তারি পড়াতে তো অনেক টাকার দরকার। শুনছি, ভরতি করতে ২৮ হাজার টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়? তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমাদের মায়ের মতো। উনি মায়ের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই বুঝবেন। উনি কি আমার আবদুল্লার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন না?

অসহায় মায়ের কথা ভেবে আবদুল্লা আকাশপানে তাকায়। হাজার হাজার মেধাবি ছাত্রছাত্রীকে পিছনে ফেলে সে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৫৩ র‍্যাঙ্ক করেছে। একটা কিশোরের পক্ষে যতটা করার সে সবটাই সাফল্য সঙ্গে করেছে। পরের টুকু সেও তার মায়ের মতো ভাগ্যের হাতে সঁপ দিয়েছে।

বর্তমান
আগের মতোই আজও
কারও তাঁবেদারি করে না
ভগবান ছাড়া কাউকে ভয়ও করে না

All rights reserved. The information published herein is for the personal use o the reader and may not be incorporated in any commercial activity.Published From Bartaman Pvt. Ltd. 6, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata 700 105
tel: (91-33) 23000101 to 23000110
Editor : Subha Dutta
©Copyright

Best sites